ইসলাম ও নারী—সিরিসজ:১

নারীর কর্মস্থলঃ ঘর না বাহির?

মুহাম্মাদ ইলিয়াছ রিফায়ী

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল হেরা

ইসলাম ও নারী—সিরিজ:১
নারীর কর্মস্থল: ঘর না বাহির?
ইলিয়াছ রিফায়ী

হাদিয়া: ২০ টাকা মাত্র [ছাড়সহ]

প্রাপ্তিস্থানঃ
মাকতাবাতুল হেরা, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মাকতাবাতুল বুশরা, যাত্রাবাড়ি মাদরাসা মার্কেট, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।
মাকতাবাতুদ দাওয়া, সেক্টর-১১, রোড-১১/এ, বাসা-৫, উত্তরা, ঢাকা।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হল, নারী গৃহে বাস করবে। তার গৃহেই সে কর্ম সম্পদান করবে। হ্যাঁ, বাহিরে যেতে পারবে এবং বাহিরে কাজও করতে পারবে; তবে তা প্রয়োজন সাপেক্ষে এবং ইসলামি নীতিমালা অনুসরণ করে। কিন্তু আজকাল নারীর গৃহে অবস্থান করাটাকে বাঁকা চোখে দেখা হয়। নারীকে প্ররোচিত করা হয় বাহিরে কাজ করতে—প্রগতি, নারী উন্নয়ন ও নারী স্বাধীনতার নামে। গৃহ নারীর কর্মস্থল হওয়ার ফলে মুসলিম বিশ্ব নাকি আজ পিছিয়ে যাচ্ছে, আর নারী বাহিরে কাজ করার শুভ প্রভাব পড়ছে নাকি অমুসলিম বিশ্বের এগিয়ে যাওয়ায়!

দেখা যাক ইসলাম, বাস্তবতা ও বিজ্ঞান কী বলছে?

নারীর কর্মস্থল ঘর না বাহির: ইসলাম কী বলে?

মুসলিম নারী—পুরুষের মতো—অফিস আদালতে, কল কারখানায় ও মাটেঘাটে কাজ করবে কিনা , এক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হল, যেমনটি কুরআন মাজিদে আছে,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

অর্থ, তোমরা নারীরা গৃহে অবস্থান করো। আর পূর্বেকার জাহিলিয়াতের মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেরিয়ো না।

ইমাম ইবনে কাসির রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

أي: الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة

অর্থ, ‘তোমরা গৃহেই থাকো; প্রয়োজন ছাড়া বের হয়ো না।’

দ্রষ্টব্য: তাফসিরে ইবনে কাসির—৬/৪০৯ [দারু ত্বিবাহ, রিয়াদ, প্রথম সংস্করণ]

মুফতি শফি রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন,

‘এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত দু’টি বিষয় জানা গেছে।

প্রথমত: প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ পাকের নিকট নারীদের বাড়ি থেকে বের না হওয়াই কাম্য—গৃহকর্ম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এতেই পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবে। বস্তুত শরিয়তকাম্য আসল পর্দা হল, গৃহের অভ্যন্তরে অনুসৃত পর্দা।

দ্বিতীয়ত: একথা জানা গেছে যে, শরয়ি প্রয়োজনের তাকিদে যদি নারীকে বাড়ি থেকে বের হতে হয়, তবে যেন সৌন্দর্য ও দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন না করে বের হয়। বরং বোরকা বা গোটা শরীর আবৃত করে ফেলে—এমন চাদর ব্যবহার করে বের হবে।

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ দ্বারা নারীদের ঘরে অবস্থান ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। এর মর্ম এই যে, নারীর পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়া সাধারণভাবে তো নিষিদ্ধ ও হারাম, কিন্তু প্রথমত এই

আয়াতেই وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বের হওয়া নিষিদ্ধ নয়। বরং সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়ত, এই সুরা আহযাবেরই পরবর্তীতে উল্লিখিত يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ من جلابيبِهِنَّ আয়াতেও এ হুকুমই রয়েছে যে, বিশেষ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের বোরকা বা অন্য কোন প্রকার পর্দা করে ঘর হতে বের হওয়ার অনুমতি আছে।

এতদ্ভিন্ন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক হাদিস দ্বারাও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ যে এ হুকুমের অন্তর্গত নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেখানে পূণ্যবতী সহধর্মীণীগণকে সম্বোধন করে বলেছেন যে,

قد أُذِن لكُنَّ أن تَخْرُجْن لحاجتكن

অর্থাৎ, 'প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদেরকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।' [ছহিহ মুসলিম, হাদিস—২১৭০, ফুআদ আব্দুল বাকির ক্রমিক নং অনুযায়ী]

তা ছাড়া পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে। অনেক রেওয়ায়েতে এ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ পিতা মাতা ও অন্যান্য মুহরিম আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়ি থেকে বের হতেন এবং আত্মীয় স্বজনের রোগ ব্যাধির তথ্য নিতে যেতেন ও শোকানুষ্ঠান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করতেন।

এছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তাদের মসজিদে যাওয়ারও অনুমতি ছিল। শুধু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ও তাঁর সময়েই এমন ঘটেনি; বরং হুযুরের ইন্তিকালের পরও হযরত সাওদা ও যয়নাব বিনতে

জাহশ রা. ব্যতীত অন্যান্য সকল পুণ্যবতী স্ত্রীগণের হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যে গমন করার প্রমাণ রয়েছে।

সারকথা এই যে, কোরআনে পাকের ইঙ্গিত, নবীজীর আমল ও সাহাবিগণের ইজমা অনুসারে প্রয়োজনীয় স্থানসমূহ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ আয়াতের মর্মের অন্তর্গত নয়। হজ্জ ওমরাও যার অন্তর্ভুক্ত। আর স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি, নিজের পিতামাতা, মুহরিম আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ, অসুস্থ থাকা বিধায় এদের সেবা-শুশ্রুষা, অনুরূপভাবে যদি কারো জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামান বা অন্য কোন পন্থা না থাকে, তবে চাকুরী ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বের হওয়াও এসব প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। প্রয়োজনীয় স্থানসমূহে বের হওয়ার জন্য শর্ত হল—অঙ্গ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বের না হওয়া; বরং বোরকা বা বড় চাদর পরে বের হওয়া।'

দ্রষ্টব্য: তাফসিরে মাআরিফুল কুরআন—৭/১২৪-১২৬ [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ]

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারি, মুসলিম নারী গৃহেই থাকবে। হ্যাঁ, প্রয়োজন বশত অবশ্যই বাহিরে বের হতে পারবে—তবে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে নয়। প্রশ্ন দাঁড়ায়, কোন কোন জিনিস প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত, আর কোন কোন জিনিস নয়? আমরা জানতে পারলাম, এর মধ্যে আছে, যেসব মহিলারা অস্বচ্ছল বা যাদের ভরণপোষণের কেউ নেয়, তারা যথাসম্ভব ইসলামি নীতিমালা পালন করে বাহিরে কাজ করতে পারবে। তবে খেয়াল রাখা চাই, সেই কাজটা যেনো বৈধ হয়। কুরআন হাদিসের অন্যান্য ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আরো কয়েকটি পরিস্থিতি এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন: চিকিৎসা-সেবা প্রদানের জন্য ডাক্তার মহিলারা ইসলামি নীতিমালা অনুসরণ করে বাহিরের হাসপাতাল ইত্যাদিতে কাজ করতে পারবে। নারীরা নারীদেরকে ইসলামি শিক্ষা প্রদানের জন্য 'নারী শিক্ষাঙ্গনে' যেতে পারবে।

তো এ হল, ইসলামি বিধান। পারিবারিক শান্তি, আত্মার প্রশান্তি ও জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য এতেই নিহিত। তা ছাড়া ইসলাম একটি সুসংহত পরিবার, নিষ্কলুষ ও সঙ্ঘবদ্ধ সমাজ ও পরিবেশ নিশ্চিত করতে চায় পৃথিবীর বুকে। আর নারী গৃহে অবস্থান করলেই কেবল সম্ভব হবে পৃথিবীকে এ অমূল্য রত্ন উপহার দেওয়া।

সন্তানের সঠিক লালনপালন ও পারিবারিক ব্যবস্থার বিষয়সমূহ যাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছিল তারাও এ শাশ্বত সত্যের প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে গেছেন।

নারীর কর্মস্থল ঘর না বাহিরঃ বিজ্ঞান কী বলে?

বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী Anthony Giddens (এনথোনি গিডেন্স) sociology গ্রন্থে কর্ম ও কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষ সমান হওয়া উচিত না পৃথক—এবিষয়ে সবিশদ আলোচনা করেন। ৬১৪-১৫ পৃষ্ঠায় 'নারী কাজ করবে ঘরে, পুরুষ বাহিরে'-নীতির সমর্থক ক'জন প্রধান ব্যক্তিত্বের মতামত তুলে ধরেন।

১. নৃবিজ্ঞানী জর্জ মুরডোক

The anthropologist George Murdock saw it as both practical and convenient that women should concentrate on domestic and family responsibilities while men work outside the home. On the basis of a cross-cultural study of more than 200 societies, Murdock concluded that the sexual division of labour is present in all cultures.

অর্থাৎ, নৃবিজ্ঞানী জর্জ মুরডোক মনে করেন, বাস্তবসম্মত ও সুবিধাজনক হল, নারী গৃহের কাজে মনোনিবেশ করবে এবং পারিবারিক দায়দায়িত্ব আঞ্জাম দেবে। পক্ষান্তরে পুরুষ বাহিরের কাজ করবে। মুরডোক দু'শর মতো সমাজের আচরণ বিধির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্ত পৌঁছেছেন যে, দুই শ্রেণির মাঝে কর্মবণ্টন নীতি সব সভ্যতায় রয়েছে।

২. বৃত্তিবাদি চিন্তাবিদ টেলকোট পারসন্স

Talcott Parsons, a leading functionalist Thinker argued that stable, supportive families are the key to successful socialization. In Parsons's view, the family operates most efficiently with a clear-cut sexual division of labour in which females act providing care and security to children and offering them emotional support. Men, on the other hand, should perform being the breadwinner

in the family. women's expressive and nurturing tendencies should also be used to stabilize and comfort men. This complementary division of labour, springing from a biological distinction between the sexes, would ensure the solidarity of the family.

অর্থাৎ, প্রধান বৃত্তিবাদি চিন্তাবিদ টেল্‌কট পারসন্স নির্দেশনা দিয়েছেন যে, সুস্থিত ও সমর্থক পরিবার সফল সমাজ গড়ার চাবিকাঠি। সুস্পষ্ট কর্ম বণ্টনের মাধ্যমে পরিবার অধিক দক্ষতার সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে। নারীরা শিশুদের যত্ন নেবে, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, তাদের মন-মস্তিষ্ক সতেজ ও ফুরফুরে রাখবে। পক্ষান্তরে পুরুষ পরিবারের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। তাদের খরচপাতির ব্যবস্থা করবে। এতে পুরুষের ওপর যদিও আয় রোযগারের চাপ পড়ে যায় কিন্তু নারীর গৃহ পরিচর্যা ও সন্তানের দেখাশোনার বিষয়টি তার স্বস্তি ও শান্তির কারণ হবে। আর দুই শ্রেণির বায়োলজিকেল পার্থক্যের ওপর নির্ভর করা এ কর্ম বণ্টন নীতির মাধ্যমে তারা পরিবারে সংহতি নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

৩. যন বৌলবি

John Bowlby (1953) argued that the mother is crucial to the primary socialization of children. If the mother is absent or if a child is separated from the mother at a young agea state referred to as maternal deprivation the child runs a high risk of being inadequately socialized. This can lead to serious social and psychological difficulties later in life, including anti-social and psychopathic tendencies. Bowlby argued, that a child's well-being and mental health can be best guaranteed through a close, personal and continuous relationship with its mother.

অর্থাৎ, যন বৌলবী মনে করেন, সন্তানের মৌলিক সামাজিকতা শেখার ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তিনি বলেন, জীবনের শুরুতেই মা যদি শিশুর কাছ থেকে দূরে থাকে কিংবা শিশু মায়ের কাছ থেকে দূরে থাকে; তাহলে শিশুর এই মাতৃত্ব বঞ্চিতির দরুন শিশু বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হবে। যা হয়তোবা পরিণত বয়সে তার সামাজিক ও মানসিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তদুপরি তার মধ্যে সমাজ বিরোধী ঝোঁক প্রবণতা সৃষ্টি করবে। বৌলবী মনে করেন, শিশুর সুখ শান্তি আর মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করা সম্ভব একমাত্র মা ও শিশুর মাঝে গভীর নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে।

এনথোনি গিডেন্স নারীপুরুষের কর্মবণ্টন সমর্থক গবেষকদের মতামত উল্লেখ করার পর কর্মসমতা সমর্থক নারীবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। নারীবাদীরা কর্ম বন্টন নীতির ঘোর বিরোধী। তীব্র সমালোচক। তারা বলে, জীববিজ্ঞানে 'নারীপুরুষ কর্মবিভাজনে'র প্রমাণ মেলে না। তাই নারী পুরুষ কর্ম বিভাজন সর্মথন করা যায় না।

নারীর কর্মস্থল ঘর না বাহিরঃ বাস্তবতা কী বলে?

আহা! আমাদের এসব বন্ধুরা যদি গোঁড়ামি ও একগুয়েমি বিসর্জন দিয়ে আধুনিক পৃথিবীর চড়াই উৎরাইয়ের ইতিহাসে চোখ বোলাতো মুক্তমনে, তাহলে তাদের অজানা থাকত না, 'নারীপুরুষ সমান' মতবাদে পচন ধরে গেছে কত শতক আগে! কাল্পনিক থিওরি আর নির্জলা বাস্তবতা কখনো এক হয় না বন্ধু! তোমরা কি দেখ না, যারা একসময় 'নারীপুরুষ কর্মসমতা'র পতাকাবাহী ছিল, যারা এর প্রচারণায় প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করত না—সোচ্চার ছিল রাজপথের মিছিলে, বক্তৃতার মঞ্চে। তারাই এখন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলছে, আহা, কী পেলাম! কী হারালাম! আমরা এখানে তাদের উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের বক্তব্য তুলে ধরছি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্ভাচেভ perestroika: new thinking for our country and the world গ্রন্থে ১১৬-১১৮ নং পৃষ্ঠায় Women and the Family (নারী এবং পরিবার) শিরোনামে লেখেন,

The extent of women's emancipation is often viewed as a yardstick to be used in judging the social and political level of a society. The Soviet state put an end to the discrimination against women so typical of tsarist Russia with determination and without compromise. Women gained a legally-guaranteed social status equal with men. We are proud of what the Soviet government has given women: the same right to work as men, equal pay for equal work, and social security.

Women have been given every opportunity to get an education, to have a career, and to participate in social and political activities. Without the contribution and selfless work of women, we would not have built a new society nor won the war against fascism.

But over the years of our difficult and heroic history, we failed to pay attention to women's specific rights and needs arising from their role as mother and home-maker, and their indispensable educational function as regards children. Engaged in scientific research, working

on construction sites, in production and in the services, and involved in creative activities, women no longer have enough time to perform their everyday duties at home—housework, the upbringing of children and the creation of a good family atmosphere. We have discovered that many of our problems—in children's and young people's behavior, in our morals, culture and in production—are partially caused by the

weakening of family ties and slack attitude to family responsibilities.

This is a paradoxical result of our sincere and politically justified desire to make women equal with men in everything. Now, in the course of perestroika, we have begun to overcome this shortcoming. That is why we are now holding heated debates in the press, in public organizations, at work and at home, about the question of what we should do to make it possible for women to return to their purely womanly mission.

অর্থাৎ, কোনো সমাজকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে বিচার করার জন্য প্রায়শই নারী স্বাধীনতার মাত্রাকে মাপকাঠি বিবেচনা করা হয়। দৃঢ়প্রত্যয়ে, আপোষহীনভাবে 'যারিজাম রাশিয়া'র আদর্শস্বরূপ সোভিয়েত ইউনিয়ন নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের সমাপ্তি ঘটিয়েছে। ফলে নারীরা পুরুষদের সমান সামজিক মর্যাদা অর্জন করেছে। সোভিয়েত শাসন নারীদের যা দিয়েছে আমরা তাতে গর্বিত; পুরুষদের মতো কাজ করার সমধিকার, সমান কাজ সমান মজুরি, এবং সামাজিক নিরাপত্তা। নারীদের সব ধরনের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে; শিক্ষার্জনের, পেশা গ্রহণের, এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের। নারীদের নিঃস্বার্থ কাজ ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন ছাড়া আমরা একটি নতুন সমাজ গঠন করতে পারতাম না এবং ফ্যাসিবাদের ওপর জয়ী হতে পারতাম না।

কিন্তু আমাদের সংগ্রামী ও বিরত্বপূর্ণ ইতিহাসকালে নারীদের সুনির্দিষ্ট অধিকার, মা ও গৃহকর্তী হিসেবে তাদের প্রয়োজন, শিশু প্রতিপালনের জন্য তাদের অপিরিহার্য শিক্ষা ইত্যাদির প্রতি মনোযোগ নিবিষ্ট করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যস্ত থেকে, নির্মাণ, উৎপাদনসহ বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করে, এবং সৃজনশীল কাজকর্মে ব্যাপৃত থেকে, নারী যথেষ্ট সময়

পায় না গৃহের প্রাত্যহিক দায়দায়িত্ব পালন করার—শিশুদের শিক্ষাদিক্ষার এবং সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ তৈরি করার। আমরা আবিষ্কার করেছি যে, শিশু ও যুবকদের চারিত্রিক সমস্যা, আমাদের নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও উৎপাদনসমস্যাসহ আরো অনেক সমস্যার অংশত: কারণ হল, পারিবারিক বন্ধনের দুর্বলতা এবং পারিবারিক পরিবেশের প্রতি শিথিল দৃষ্টিভঙ্গি। নারীকে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান বানাবার এই হল নির্মম পরিণতি। এখন, 'প্রেসট্রোয়কা'র প্রক্রিয়ায় আমরা এই ত্রুটি কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছি। একারনেই এখন আমরা সংবাদ সম্মেলনে, গণসমাবেশে, কর্মস্থলে, বাসাবাড়িতে এবিষয়ে উত্তপ্ত বিতর্কের অবতারণা করছি যে, নারীদেরকে তাদের সঠিক নারীসূলভ কাজকর্মে ফিরিয়ে আনাটা সম্ভব করতে আমাদের কী করা উচিৎ।'

যাদের আছে অনুধাবন করার হৃদয়, সত্যকে গ্রহণ করার সৎসাহস, এই একটি বক্তব্যই তাদের চোখকান খোলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। যারা একসময় নারী কর্মসমতার সর্বোচ্চ সমর্থক ছিল, তারাই এখন নারীকে ঘরে আনবার জন্য তেমনই আপ্রাণ চেষ্টা করছে, যেমন চেষ্টা করছে আমাদের দেশের নারীবাদীরা নারীকে ঘর থেকে বের করবার জন্য। যারা ভুক্তভোগীদের অভিজ্ঞতালব্ধ কথায় কান দেয় না, ওরা বড়ই নির্বোধ।

যারা বলে, নারীরা বাহিরে কাজ করলে সম্পদে সমৃদ্ধি ঘটবে, তাদের জেনে রাখা দরকার যে, সম্পদ বৃদ্ধি মানব জীবনে মুখ্য নয় এবং সম্পদ বৃদ্ধিই তার সুখ নিশ্চিত করতে পারে না। কথাটি পরিষ্কার করার জন্য আমরা এখানে স্যামুয়েল ইসমাইলিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উল্লেখ করতে চাই।

ইংরেজ মনীষী Samuel smiles (স্যামুয়েল ইসমাইলিস, জ.১৮১২, মৃ.১৯০৪) যেসব গ্রন্থ লিখে ভুবনজোড়া খ্যাতি কুড়িয়েছেন, এর মধ্যে character গ্রন্থটি অন্যতম। তিনি গ্রন্থটির ৭৪ নং পৃষ্ঠায় লেখেন,

The factory system, however much it may have added to the wealth of the country, has had a most deleterious effect on the domestic condition of the

people. It has invaded the sanctuary of home, and broken up families and social ties. It has taken the wife from the husband, and the children from their parents. Especially has its tendency been to lower the character of women. The performance of domestic duties is her proper office—the management of her household, the rearing of her family, the economizing of the family means the supplying of the family wants. But the factory takes her from all these duties. Homes become no longer homes. Children grow

up uneducated and neglected. The finer affections become blunted. Woman is no more the gentle wife, companion, and friend of man, but his fellow-laborer and fellow-drudge.

অর্থাৎ, নারীকে মিল-ফ্যাক্টরিতে কাজ করাবর সিস্টেম হয়তোবা দেশের সম্পদে সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে, কিন্তু লোকজনের গার্হস্থ্য ও পারিবারিক অবস্থার ওপর খুবই ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। এটা গৃহের পবিত্রতায় আঘাত হেনেছে এবং পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন চুরমার করে দিয়েছে। এটা স্ত্রীকে শওহরের কাছ থেকে এবং সন্তানদের তাদের পিতামাতার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। বিশেষকরে নারীদের চারিত্রিক অবক্ষয় ঘটিয়েছে। গার্হস্থ্য দায়দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়াই তার প্রকৃত কাজ—গৃহের কাজকারবার সম্পাদন করা এবং পরিবার লালনপালন করা। কিন্তু ফ্যাক্টরি সিস্টেম তাকে তার এসব দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে। ঘর আর ঘর নেই। শিশুরা অশিক্ষায়, অযত্নে-অবহেলায় বেড়ে ওঠছে। নিষ্কলুষ প্রেম-প্রীতি ভোঁতা হয়ে গেছে। নারী পরিবারের পুরুষের বন্ধু, সঙ্গীনী বা স্ত্রী হিসেবে আর নেই। বরং বন্ধু বা সঙ্গীনী হয়েছে সহশ্রমিকের বা সহমজুরের।

অক্টবর ০৭, ২০১৫ এ—আপামর জনতার মতামত গ্রহণের জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান গালুপ (gallup) সংস্থা ঘরের বাইরে কাজ করার ব্যাপারে

যুক্তরাষ্ট্রের নারীদের মতামত জানতে একটি গণজরিপ চালায়। জরিপে যা বের হয়ে আসে তা রীতিমত বিস্ময়কর। যেসব কর্মজীবী নারীর সন্তান আছে তাদের অর্ধেকেরও বেশি অর্থাৎ, ৫৬% গার্হস্থ্য কাজকারবার প্রাধান্য দেওয়ার কথা জানিয়েছে। আর যেসব চাকুরিজীবী নারীর সন্তান নেই তাদের মধ্যে ৩৯% জানিয়েছে, তারা গার্হস্থ্য কাজকর্ম অধিক পছন্দ করে।[1]

বিবিসি এ্যারাবিক—এ ১৯/৪/১৭—এ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনটির শুরুতেই আছে,

> ‘আমেরিকার ক্রমবর্ধমান সংখ্যক নারীরা গৃহে অবস্থান করাকে প্রাধান্য দিচ্ছে।’

তাতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে,

> ‘খ্রিস্টিয়ান সাইন্স মনিটরে’ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, ‘গত দশ বছরে এই চিন্তার সমর্থকদের হার বেড়েছে যে, পিতা বাহিরে কাজ করবে। আর মা গৃহে অবস্থান করবে।’[2]

জানুয়ারি, ১৩, ২০১১—এ The guardian পত্রিকায় apparently, women are yerning to stay at home (স্পষ্টতই নারীরা গৃহে থাকতে প্রবল আকাঙ্ক্ষা করছে) শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। এতে উল্লেখ করা হয়,

> The eminent LSE sociologist Catherine Hakim recently published a paper that appears to suggest that, as a result, feminism is dead and most women now want to marry a rich husband and stay at home.
>
> অর্থ, যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত মহিলা সমাজবিজ্ঞানী ক্যাথ্রিন হাকিম একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয়, ‘ফলে

১ news.gallup.com/poll/.../children-key-factor-women-desire-work-outside-home.aspx
২ www.bbc.com/arabic/tv-and-radio-39646863

> নারীবাদ অক্কা পেয়েছে এবং অধিকাংশ নারী এখন চায় ধনী লোককে বিবাহ করতে এবং গৃহে অবস্থান করতে।’[3]

সারকথা হল, প্রয়োজন থাকলে মুসলিম নারী—ইসলামি নীতিমালা অনুসরণ করে—বাহিরে কাজ করতে পারবে। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে নারীদেরকে বাহিরে কাজ করতে প্ররোচিত করা; অনৈসলামিক, অবৈজ্ঞানিক ও বাস্তবক্ষেত্রে বিপর্যস্ত একটা থিওরি। যারা অনভিজ্ঞ ও অদূরদর্শী বা পশ্চিমা দুনিয়ার অপরীক্ষিত ও মেয়াদোত্তীর্ণ ‘প্রোডাক্ট’ চোখ বুঝে গোগ্রাসে গিলতে অভ্যস্ত, তারাই কেবল নারীদেরকে বাহিরে কাজ করার থিওরি প্রচার করতে মাঠ-মঞ্চ গরম রাখে আর মূল্যবান কালি ও কাগজ নষ্ট করে।

৩ https://www.theguardian.com › Opinion › Women